ফণা

মীনাক্ষী স্টেশনের বাইরে এসে চারিদিকে দু'চোখ চালিয়ে বললো, "ও হরি, একি ছিরি শহরের ! এতকাল পাঞ্জাবের সমৃদ্ধির কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে, এই বুঝি তার নমুনা?"

রঞ্জন বললো, "আসলে এটা সীমানাঘেঁষা শহর, তাই এত অবহেলা। লোকে এর পেছনে টাকা ঢালতে নারাজ। লড়াই বাধলেই তো তল্পিতল্পা নিয়ে পিঠটান দিতে হবে। তারপর ফিরে এসে হয়তো দেখবে গোটা শহরটাই লোপাট হয়ে গেছে। তাই নেহাৎ হা-ঘরে যারা তারাই পড়ে আছে এখানে। টাকাপয়সাওলা লোকেরা সীমান্ত থেকে আরও দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে, বড় বড় অট্টালিকা তুলেছে সেখানে।"

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মালকানি বললো, "তাছাড়া স্যার, শহরটা পড়েছে দু'টো স্টেটে। খানিকটা পাঞ্জাবে, খানিকটা হিমাচল প্রদেশে। ইট্ ইজ্ নো বডিজ্ বেবী। জানেনই তো ভাগের মা গঙ্গা পায় না!" তারপর মীনাক্ষীর দিকে চেয়ে হেসে বললো, "কিন্তু ম্যাডাম, শহর দেখে দমে যাবেন না। শহর নোংরা, ঘিঞ্জি হতে পারে, আমাদের ক্যাম্প কিন্তু ঠিক তার উল্টো।" তারপর ঘড়ি দেখে বললো, "ট্রান্সপোর্ট আসতে দেরী করছে, আমি বরং একবার ফোন করে খবর নিই স্যার।"

তখনই দূরে অলিভ-গ্রীন লরী দেখা গেল। ওদের সামনে এসে থামলো সেটা। ড্রাইভার ও দু'জন লোক নেমে স্যালুট করে দাঁড়ালো এবং নির্দেশ পাওয়ামাত্র ওদের মালপত্র চটপট সাজিয়ে ফেললো লরীতে। জীপ অনেকক্ষণ আগেই এসে গেছে। ওরা জীপে উঠে বসলো। মীনাক্ষী ও মালকানি পিছনের সীটে, রঞ্জন সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে। এবড়ো-খেবড়ো অপরিসর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো গাড়ি দুটো এবং অল্পক্ষণ পরেই বিরাট একটা গেটের ভিতর ঢুকলো। মীনাক্ষীর মনে হল রূপকথার যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে যেন নিমেষে শহরটাকে পাল্টে দিলো কেউ।

উঁচু উঁচু গাছে ছেয়ে আছে চারিদিক আর তারই ফাঁকে ফাঁকে স্লেটরঙের বাড়িগুলো উঁকি মারছে। মেন গেটের ওপার আর এপারের মধ্যে কি অবিশ্বাস্য পার্থক্য ! ক্যাম্পের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এটা স্বাভাবিক - এদের লোকবল আছে, অর্থবল আছে, আছে সামরিক শৃঙ্খলা। কিন্তু গেটের বাইরে অমন রুক্ষ ধুলোবালি অথচ এপাশে সবুজ বন কেন? ভূগোলও কি এদের সমীহ করে চলে নাকি?

ওদের নির্দিষ্ট কোয়ার্টারের সামনে এসে গাড়ি থামলো। ইউনিফর্ম পরা দুজন অফিসার এসে সম্বর্ধনা জানালো ওদের। তাদের মধ্যে একজন ফ্লাইং অফিসার রামানাথন, অন্যজন ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট সিংহল। মালকানি বিদায় নিলো।

মীনাক্ষীকে বলে গেল, "আপনাদের ডিনার আমরা সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসবো। এখন কদিন রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করবেন না যেন ! ট্রেনের ধকল গেছে, তাছাড়া সেট্‌ল্ হতেও তো কিছুদিন লাগবে।"

সিংহল বললো, "এই যে ম্যাডাম, আসুন।"

ড্রয়িংরুমে একটা লস্কর ফ্লাস্ক থেকে ধুমায়িত চা ঢালছে কাপে। ঝকঝক তকতক করছে ঘরখানা। লরীর লোকদুটো জিনিসপত্র নামিয়ে সাজিয়ে রাখছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মীনাক্ষীর মনে হল ও যেন অতিথি এখানে, কোন দায়দায়িত্ব নেই। ছ'বছর বিয়ে হয়েছে ওর, দিল্লীতেই কেটেছে ছ'টা বছর। রাজধানীর ভিড়ে, ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ির মধ্যে। রঞ্জনের মুখে শুনেছে, শুধু হেডকোয়ার্টার বলেই এই দুর্গতি। রাজাগজার ভিড়ে চুনোপুঁটিরা পাত্তা পায় না। 'স্টেশনে' পোস্টিং হলে নাকি এইসব চুনোপুঁটিরাই এক একটা রাজাগজার সামিল। বনগাঁয়ে শিয়ালরাজা আর কি ! তা এত বছর বাদে স্টেশনে পোস্টিং হল রঞ্জনের।

রামানাথন সবিনয়ে বললো, "ম্যাডাম, হাতমুখ ধুয়ে নেবেন কি? সামান্য একটু ব্রেকফাস্ট পাঠিয়েছে আমার স্ত্রী।"

ম্যান্টল্‌পীসের উপর রাখা স্টেন্‌লেস্ স্টীলের ঝকঝকে টিফিন্-কেরিয়ার্ থেকে বেরোলো দোসা, চাটনি দু'রকমের, আর পোঙ্গলবড়া।

দোসা আর বড়া এখনও গরম। লাঞ্চও নাকি মিসেস রামানাথনই পাঠাবে। খানিক পরে ওরা সবাই বিদায় নিলো। রঞ্জনও ওদের সঙ্গে চলে গেল।

বললো,"অফিসটা ঘুরে আসি একবার। ঝিকে দিয়ে বিছানা পাতিয়ে ঘুমিয়ে নিও একটু। এই শরীরে বেশী স্ট্রেন করা উচিত নয় তোমার", রঞ্জন ওর ভারী শরীরটার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি ফেলে বললো।

মীনাক্ষীর দু'গালে গোলাপী আভা ফুটে উঠলো মুহূর্তের জন্যে।

ওরা যাওয়ার পর বাড়িটা ঘুরে দেখলো মীনাক্ষী। খুব বড় না হলেও ব্যবস্থা ভাল। দুটো শোবার ঘর। তিনটে বাথরুম। বাথরুমে গিজার। স্টাডিরুমের জানলা দিয়ে বাগান দেখা যায়। রান্নাঘরের পিছনে সবজির খেত। অজস্র টোমাটো ধরে আছে। বেগুনের কেয়ারিতে তেলচকচকে বেগুন। দু'টো সারভেন্টস্ কোয়ার্টার। একটাতে মালি, অন্যটায় ঝি। পুরোনো মনিব যাওয়ার পরও কাজে ঢিলে দেয়নি এতটুকু। তাই গাছের পাতাগুলো এখনও সতেজ। সারা বাড়িতে কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, মাকড়সার জাল নেই। দিল্লীতে থাকাকালীন যেসব বিভিন্ন ঝি-চাকরের কবলে পড়েছে মীনাক্ষী তাদের মুখগুলো ভিড় করে ওর মনে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বাবাঃ, এতদিনে বাঁচলাম।"

কিন্তু বেশীদিন স্বস্তিতে থাকার বরাত নিয়ে আসেনি মীনাক্ষী। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন এক অশান্তি দারুণভাবে ঘিরে ধরলো তাকে। লেডিজ ক্লাবে প্রথম শুনলো কথাটা।

মিসেস মিরজা বললো, "শুধু ধুলো আর মশা? বর্ষা নামতে দাও না, ঘরময় ব্যাঙ থপ্ থপ্ করে বেড়াবে আর ঘরের আনাচে কানাচে সাপ। মিট্সেফ্, ওয়ার্ডরোব, সবজির ঝুড়ি, বুক্সেলফ্ - সর্বত্র সাপের আনাগোনা।"

শীলা ম্যাথাই বললো, "সেবার ববির জুতোর মধ্যে থেকে এক ক্ষুদে সাপ বেরুলো। তারপর থেকে বর্ষাকালে জুতো আলমারির মাথায় তুলে রাখি আমি।"

মিসেস অরোরা বললো, "আমার সেবারকার অভিজ্ঞতা তো শুনেছো

তোমরা। বুঝলেন মিসেস মুখার্জী, স্কোয়াড্রনের অ্যানিভার্সারী। রাত্রে ডিনার ডান্সে যাবো। বেছে বেছে হেভি সিল্কের শাড়ি একটা বার করতে গিয়ে থ' মেরে গেলাম। এত হেভি তো হবার কথা নয় ! শাড়ি ধরে জোরে টান মারতেই শাড়ির ভাঁজের মধ্যে থেকে একটা মোটাসোটা সাপ ধপাস করে মাটিতে পড়লো। ওয়ার্ডরোবে বাসা করে বসে ছিল কবে থেকে ----।"

পাংশু মুখে শুনে যায় মীনাক্ষী।

ক'দিন পরে বিকেলে ওদের বাড়িতে কারা বেড়াতে এসেছে। হঠাৎ কি করে সাপের কথা এসে পড়লো আবার।

"সত্যি, সাপেরই রাজত্ব এটা। লোকে বলে আসাম, বাংলা। কিন্তু আমাদের এই ক্যাম্পকে হারাতে পারবে না কেউ। ওই যে বাড়ির সামনে ঢিবিগুলো দেখছেন? প্রত্যেকটির তলায় এক এক সর্পরাজ বিস্তৃত পরিবার নিয়ে বংশ-পরম্পরায় বাস করছে।"

"মারে না কেউ?"

"কত মারবে? একি আর একটা দুটো? বর্ষা আসুক দেখবেন। সবার সয়ে গেছে এখন। ইচ্ছে করে কেউ সাপ মারে না এখানে। তবে গাড়ি, স্কুটার কি সাইকেলের তলায় প্রায়ই চাপা পড়ে। এই তো সেবার একটা বিরাট পাইথন কাটা পড়লো রানওয়েতে।"

"পাইথন?"

"হ্যাঁ। এয়ারফিল্ডের দিকটায় কিরকম ঘন জঙ্গল দেখেছেন তো? বাঘ ছেড়ে দিলে দিব্যি থাকতে পারে।"

মীনাক্ষী বললো, "কিন্তু ক্যাম্পের মধ্যে এমন ঘন জঙ্গল থাকতে দিয়েছেন কেন আপনারা? কেটে পরিষ্কার করে ফেললেই হয় ? লোকের তো অভাব নেই আপনাদের !"

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, "আরে জঙ্গল কাটবে কি ! যত্ন করে বাড়ানো হচ্ছে বরং। এমন ন্যাচারাল ক্যামোফ্লাজ আর পাবেন কোথায়? এত সিপাইলস্কর সাজসরঞ্জাম, অথচ বাইরে থেকে কাকপক্ষীটিও টের পায় না। জঙ্গল না থাকলে বোমা ফেলে শেষ করে দিতো না!"

মীনাক্ষী চুপ করে রইলো। ওর মনের মাঝে বারো বছর আগের একটা ছবি ভেসে উঠছে কেবল।

অখিলদা বলেছিল, "আমার বন্ধু নীরেন। চেহারা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু একেবারে নির্ভুল গণনা। ও হাত দেখে যাকে যা বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় সব।"

মীনাক্ষীর আগ্রহেই নীরেনকে ওদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল অখিল। চেহারা দেখে হাসি পেয়ে গেছিল ওর। রোগা পাঙাশে, গলার মাঝখানে হাড় উঁচু হয়ে আছে, কথা বলার সময় অদ্ভুতভাবে নড়ে সেটা। চোখে বেশী পাওয়ারের পুরু চশমা। সবশেষে মীনাক্ষীর হাত দেখলো। কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ঢোক গিললো বার দুই।

"কি দেখলেন বলুন, খারাপ কিছু নাকি?"

ছেলেটি আমতা আমতা করতে লাগলো।

মীনাক্ষী হেসে বললো, "অপঘাতে মৃত্যু আছে বুঝি? তা, গলায় দড়ি লেখা আছে না ছাদ থেকে ঝাঁপ?"

খিল খিল করে হেসে উঠলো সে। ঘরে অন্য যারা উপস্থিত ছিল তাদের মাঝেও কৌতুকের তরঙ্গ দোলা দিয়ে গেল। দু'একটা চাপা মন্তব্য কানে এলো যেগুলো জ্যোতিষশাস্ত্রের এই তরুণ ভক্তটির পক্ষে মোটেই সম্মানজনক ছিল না।

নীরেনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। সে স্থিরদৃষ্টিতে মীনাক্ষীর দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর ডান হাতটা সামনে এনে হাতের আঙুলগুলো মুড়িয়ে ফনার মত আকৃতি করলো। তারপর হাত নামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আজ চলি অখিল, কাজ আছে।"

নীরেন দরজার বাইরে যেতেই কাকীমা বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠলো, "ছি ছি, কি বেয়াক্কেলে লোক বল তো ! মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে গেল।"

অখিল বললো, "মীনা, তুই ওর কথা শুনে ঘাবড়াস না। ক'খানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই জ্যোতিষী হয় না। তাছাড়া এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, বুঝলি। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া শুধু। নীরেনটা সত্যি আস্ত গাধা একটা। এ্যাদ্দিন বুঝতে পারিনি।"

মীনাক্ষী বললো, "যেতে দাও। তোমার ঐ ভণ্ড জ্যোতিষীর বক দেখানোয় ভয় পাবার পাত্র নই আমি। ওকে বলো গাঁয়ে গিয়ে ব্যবসা

খুলে বসুক। ভাঁওতা দেবার জায়গা পায়নি আর! হুঃ!"

সেদিন ভাঁওতা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। অথচ বারো বছর পর কি একটা আতঙ্ক ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে ওকে। কিছুতেই সেটা কাটিয়ে উঠতে পারে না মীনাক্ষী, ভিত্তিহীন কুসংস্কার জেনেও। ভয়টা ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠছে ক্রমশ। শতবাহু মেলে তাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে যেন ----।

জুলাই মাসের পয়লা তারিখ থেকে বর্ষা শুরু হল, ঠিক যেন ক্যালেণ্ডার দেখে। সে কি বৃষ্টি ! চারিদিক জলে থৈ থৈ করছে। ব্যাঙ, কেঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িময়। মীনাক্ষী ঘরের বার হয় না আর। বিনা দরকারে বাড়ির কোনও দরজা খোলা রাখে না এক মুহূর্তও। মালিকে হুকুম দিয়েছে সবজির তদারক ছেড়ে সারাদিন শুধু ঘাস-আগাছা সাফ করতে।

দিন পনেরো নির্বিঘ্নে কাটলো। অবশ্য একেবারে নির্বিঘ্নে নয়। রোজই সাপের আনাগোনার খবর শুনতে হয় ওকে। মিসেস বেদির ইস্ত্রির তারের সঙ্গে সাপ পেঁচিয়ে ছিল। আগরওয়ালার স্কুটারের ক্যারিয়ারে চড়ে বসেছিল। মিসেস রঙ্গরাজ বিনুনিতে ফুলের মালা পরার লোভে ফুল তুলতে এসে মোগরার ঝোপ থেকে সাপের ল্যাজ বেরিয়ে থাকতে দেখেছে।

জমাদারনী মনভরি মাঝে ক'দিন আসেনি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালো। ও আর ওর 'ভাভি' নাকি সেদিনও কাজে আসছিল রোজকার মত। হঠাৎ ভাভির চিৎকার শুনে সেদিকে তাকিয়ে ওর রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা বিরাট সাপ ভাভির সালোয়ার পরা পা দুটো পেঁচিয়ে ফেলেছে। দু'হাত দিয়ে মনভরি বাংলা চারের মত একটা ডিজাইন করলো। সাপটা নাকি ঠিক ওই ভাবে ওর দুই পা বেড় দিয়ে মাথাটা একদিকে বার করে পুঁতির মত ক্ষুদে দু'চোখের হিমদৃষ্টি দিয়ে দেখছিল ওদের। ঘন্টা দু'য়েক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে। মনভরি লোকজন ডাকতে পারতো কিন্তু যদি নাগরাজ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে ভাভিকে ছোবল বসায়, তাই সে চেষ্টা করেনি।

শেষ পর্যন্ত ওদের ধৈর্য দেখে প্রসন্ন হয়ে অথবা ওর নিরীহ, ভয়ে-মৃতপ্রায় ভাভিকে ছোবলের অযোগ্য বিবেচনা করে কিনা কে জানে সাপটা সর সর করে ওর পা থেকে নেমে এসে পাশের গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ভাভি এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত নিঃসাড়ে দাঁড়িয়েছিল। সাপটা চলে যেতে দড়াম করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। মনভরির চিৎকার শুনে লোকজন এসে পড়লো। ভাভিকে ধরাধরি করে রিক্সায় তুলে দিলো। পুরো দু'দিন দু'রাত পর নাকি জ্ঞান ফিরেছে, তবে এখনও সমানে ভুল বকছে ----।

রঞ্জনকে একথা জানাতে সে তো হেসে কুটিপাটি।

বললো,"অরিজিন্যালিটি আছে তোমার জমাদারীনের। কাজে কামাই করার পুরোনো অজুহাতগুলো বোধহয় অতি ব্যবহারে অচল হয়ে পড়েছে। তাই সেই খাড়া-বড়ি-থোড়ের বদলে একেবারে আষাঢ়ে গল্প ছেড়েছে এবার।"

মীনাক্ষী তার ঝি গুরমিতের কাছে জমাদারীনের কথাটা পাড়তে সে কিন্তু ঘাড় নেড়ে বললো, "হ্যাঁ মেমসাব, এখানকার সাপগুলো এতটুকু ডরায় না কাউকে। এরকম ঘটনা আমিও অনেক শুনেছি। তবে ওদের না ঘাঁটালে ওরা সাধারণত কারও ক্ষতি করে না। আমাদের গাঁয়ে একটা মন্দির আছে। কাউকে সাপে কাটলে সেখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে লোকটা। সাপ যত দূরেই থাকুক সেখান থেকে এসে বিষ তুলে নেবে।"

মীনাক্ষী বললো, "তুই নিজে কাউকে যেতে দেখেছিস সেখানে?"

গুরমিৎ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললো, "একজনকে কেন অনেককে যেতে দেখেছি মেমসাব। তামাম দুনিয়া যাতি হ্যায়।"

মীনাক্ষী যতই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে কিছুতেই পারে না সে। আতঙ্কটা যেন মাকড়সার জালের মত ঘিরে ধরেছে তাকে চতুর্দিক থেকে। ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না। রোজই কিছু না কিছু কানে আসে। রঞ্জনের স্কুটারে দু'দিন দু'টো সাপ চাপা পড়লো। অফিসার্স মেসে কার বিছানায় সাপ পাওয়া গেল। সাপের ভয়ে মেঘহীন রাতেও আর লনে পার্টি হয় না, ঘরের মধ্যেই গুম্‌সে মরে সবাই। সায়গলের মালিকে

সাপে কামড়ালো। গতবছর এই স্কোয়াড্রনের একটি অল্পবয়সী পাইলট কক্‌পিটে গোখরোর কামড় খেয়ে মরেছে এখবরটাও মীনাক্ষীর কানে এলো একদিন। সাপ - সাপ - সাপ। সর্বক্ষণ যেন সচকিত হয়ে আছে সবাই।

রঞ্জন স্কোয়াড্রন থেকে দু'জন লোক পাঠালো বাড়ির চারদিকে অ্যান্টি-স্নেক সল্যুশন স্প্রে করার জন্যে। ক্যাম্পের সব বাড়িতেই নাকি স্প্রে করা হচ্ছে। দরজার তলায় কি একটা আটকানো আছে প্রথম দিনেই দেখেছিল ওরা। জিনিসটা কি বা কেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তখন। এখন বুঝলো ব্যাপারটা। বর্ষাকালে দরজার তলা দিয়ে যাতে ব্যাং এবং তার পিছু পিছু সাপ বাড়ির ভিতর না ঢোকে তাই সব দরজার তলায় ফেল্টের লম্বা ফালি লাগানো। তবে খুব ভাল অবস্থায় নেই সেগুলো। কয়েকটা ছিঁড়ে গেছে, কোনটার পাশগুলো খুলে ঝুলছে। ওরা পুরু ড্রিলের কাপড় কিনে ক্যাম্পের দরজিকে দিয়ে সরু সরু ব্যাগ সেলাই করিয়ে নিলো প্রতিটি দরজার মাপে। তারপর সেগুলোতে বালি ভরা হল। দরজার তলার ফাঁকে চেপে রাখে সেগুলো। এছাড়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ির চারিদিকে ডি.ডি.টি. পাউডার ছড়িয়ে দেয় মালি।

মাসে একবার করে চেক্-আপের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার কথা। গতমাসে ঘুরে এসেছে, আবার ক'দিন পরে যেতে হবে। পচা বর্ষা কেটে গিয়ে শরতের শেষে হালকা শীতের আমেজ লাগবে বাতাসে। শাক-সবজি-ফলের সম্ভারে ভরে যাবে দোকানপাট। প্রকৃতি আবার মঙ্গলময়ী স্নিগ্ধ মূর্তি ধরবে। সেই সময় মীনাক্ষীর কোল জুড়ে আসবে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্তান। মীনাক্ষী প্রাণপণে চেষ্টা করে সাপ ব্যাঙ কেঁচোদের কথা ভুলে সেই অনাগতের চিন্তায় নিজেকে মগ্ন করে রাখতে ----।

অফিস থেক রঞ্জন রোজই ফোন করে একাধিক বার।

সেদিন মীনাক্ষী ফোন ধরতেই রঞ্জনের সহাস্যকণ্ঠ শোনা গেল, "সুখবর আছে ! ব্যানার্জীরা ফিরেছে এতদিনে।"

"কে ফিরেছে?"

"আহা, ভুলে গেলে নাকি? অজয়দা আর হাসিবৌদি। লম্বা ফার্লো

নিয়ে দেশে বাড়ি তুলতে গেছিল না? কাল ছুটি থেকে ফিরে এসেছে। অজয়দা অফিস জয়েন করেই তলব করেছে আমায়। আজ রাত্রে ওদের বাড়ি নেমন্তন্ন আমাদের।"

"সেকি গো? তিন দিন ট্রেনের ধকলের পর এসেই নেমন্তন্ন করলো? তুমি বরং ওদের আসতে বলতে পারতে ! মাছের ঝোল ভাত যাহোক কিছু করা যেতো।"

"বলেছিলাম। অজয়দা রাজি হল না কিছুতেই। বললো তোমার এ অবস্থায় এতটুকু স্ট্রেন করা উচিত নয়।"

মীনাক্ষী লজ্জা পেয়ে বললো, "অবস্থার কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গেছে তার মানে। এতটুকু তর সয় না নিজের গুণ জাহির করতে।"

"বারে, বলবো না কেন? নিজের বউই তো।"

"এই চুপ করো। এবার একটু কাজকর্ম করো তো ! অফিসে বসে সারাদিন এই সবই হয় বাবুদের।"

লাইনের ওপার থকে রঞ্জনের হাসি শোনা গেল। মীনাক্ষীও হাসিমুখে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

অনেকদিন পর মনটা হালকা লাগছে ওর। অজয়দা আর হাসিবৌদি। কয়েক বছর আগে দিল্লীতে মীনাক্ষীদের প্রতিবেশী ছিল ব্যানার্জীরা। দু'টি পরিবারে হলায়-গলায় ভাব। সেই আনন্দোচ্ছল দিনগুলো মনে করে মনে মনে আশ্বস্ত হয় মীনাক্ষী। ওর কাল্পনিক ভয়ের জাল কেটে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে সে এতদিনে। হাসি-গল্প-আড্ডার স্রোতে ভাসিয়ে দেবে নিজেকে, সব অশুভ চিন্তা দূরে ঠেলে।

অজয়দা বলেছিল তাড়াতাড়ি যেতে। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতে সাতটা বেজে গেল। দুপুরে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়েছিল, তার উপর ঠিক বেরোবার মুখে রঞ্জনের অফিস থেকে একটা ছেলে এলো। তাকে কফি খাইয়ে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করতে আধঘন্টা খানেক সময় লাগলো। ব্যানার্জীদের বাড়ি ক্যাম্পের অন্য প্রান্তে। গিয়ে দেখে দু'জনে গেটের সামনে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসিবৌদি মীনাক্ষীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে ওকে আপাদমস্তক দেখে প্রশংসার

সুরে বললো, "এইতো, কি সুন্দর মানিয়েছে। বাব্বাঃ, ছ'বছর পর সুমতি হল। বুঝলেন মুখার্জীসাহেব, মীনাক্ষী বলেই মুখ বুঁজে ছিল। অন্য মেয়ে হলে এ্যাদ্দিনে কবে তালাক দিতো আপনাকে।"

ব্যানার্জী নিরীহ সুরে বললো, "বিশেষ করে হাসির মত মেয়ের পাল্লায় পড়লে বুঝতে। আমার তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, অবস্থা। নেহাৎ বিয়ের তিন বছরের মাথায় দেশে লাল তিকোনের হিড়িক পড়লো। তাই তিনটিতেই ইতি দিতে পেরেছি। নইলে তোমাদের হাসিবৌদি এ্যাদ্দিনে চাঁদের হাট সাজিয়ে বসতো।"

মীনাক্ষী বলে, "আহা, সে তিনটিকেও তো বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে বসে আছেন।"

হাসিবৌদি বললো, "এসো ভেতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলছ সবাই।" তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে, "এই, তুমি চট্‌পট্ মেস থেকে চিকেন আর আইসক্রীমটা নিয়ে এসো। তারপর আড্ডা দিও খেতে খেতে।"

রঞ্জন বলে, "আরে বিরাট ব্যাপার করেছেন যে !"

হাসিবৌদি মীনাক্ষীর দিকে চোখ টেপে, "ব্যস, ওই চিকেন আর আইসক্রীম জুটবে আজ। আমি বাড়িতে ফ্রায়েড রাইস করেছি শুধু।"

অজয় বলে, "দেখছো, কি রকম ফাঁকিবাজ ! তোমাদের নেমন্তন্ন করে এখন বলছে ভাতভাজা রেঁধে রেখেছে শুধু।"

হাসি বললো, "আসলে ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি কতকাল, তাই আমার তর সইলো না। দাঁড়াও না বাড়িঘর একটু গুছিয়ে নিই, তারপর মীনাক্ষীকে সাধ খাওয়াবো। সেদিন ভাল করে রান্নাবান্না করবো নিজের হাতে।"

রঞ্জন বললো, "দিল্লীতে সাধ-সেরিমনি সেরে এসেছে একবার।"

হাসি বললো, "না হয় আর একবার হবে। আমাদের বুঝি সাধ হয় না?"

অজয় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো, "আচ্ছা আমি বরং চট করে ওগুলো নিয়ে আসি ততক্ষণে।"

রঞ্জন বললো, "আমিও আসছি আপনার সঙ্গে।"

হাসি মীনাক্ষীকে নিয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠেছে এমন সময় সাইকেল চড়ে ধোপার আবির্ভাব হল।

হাসি মীনাক্ষীকে বললো, "তুমি ভাই ও ঘরে গিয়ে বোসো। তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ। আমি ধোপাকে কাপড়গুলো দিয়ে এখুনি আসছি। একগাদা কাপড়চোপড় জমেছে ট্রেনের।"

মীনাক্ষী দ্বিরুক্তি না করে ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে গেল। ক্যাম্পের সব বাড়িগুলোই এক ডিজাইনের। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে একটা প্যাসেজ। সোজা এগিয়ে ডান দিকের ঘরখানা ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড কেটেছে কি কাটেনি। অজয় সবে স্কুটারটা গ্যারাজ থেকে বার করে রাস্তায় নামিয়ে কিক্ করতে যাচ্ছে। রঞ্জন একপাশে দাঁড়িয়ে। স্কুটার স্টার্ট হলেই পিছনের সিটে উঠে বসবে সে। হাসি কাপড়ের পোঁটলা ধোপার সামনে নামিয়ে খাতার পাতা ওল্টাচ্ছে। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো। মাত্র একবার। সেই সঙ্গে দড়াম করে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ। ওরা সবাই ছুটে গেল। হাসি, রঞ্জন, অজয়, ধোপা। সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারের লোকেরাও। ড্রইংরুমের দরজার কাছে গিয়ে যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়লো তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ। ড্রইংরুমে আলো জ্বলছে। কার্পেটের উপর মীনাক্ষী তেরছা হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চল দু'চোখে সীমাহীন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। ওর নীচে কার্পেট রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

অজয় ছুটে বেরিয়ে গেল। প্যাসেজে ওর গলা শোনা গেল, "হ্যালো, এম. আই. রুম? আমি উইং কমাণ্ডার ব্যানার্জী বলছি। শীগ্গীর ডাক্তার পাঠাও। এক্ষুণি। সিরিয়াস ইমার্জেন্সী। হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্সও চাই।"

ফ্যাকাসে মুখে ঘরে ঢুকলো অজয়।

রঞ্জন তখন হাঁটু গেড়ে মীনাক্ষীর পাশে বসে ওর মুখের উপর ঝুঁকে ডাকছে, "মীনা! মীনা!!"

এম. আই. রুম কাছেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার এসে পড়লো। ডাক্তার মীনাক্ষীকে ভাল করে পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে মাথা

নাড়লো।

ওদের দিকে চেয়ে বললো, "হাউ ডিড্ দিস্ হ্যাপেন?"

সবার মুখে মূক বিস্ময় ও আতঙ্ক। রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে বড় শো-কেসটার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার কাছে দেয়ালের পাশে রাখা। আরও একটু এগিয়ে সুইচবোর্ড। নানান সুদৃশ্য মূল্যবান জিনিসে ঠাসা ড্রয়িংরুম। শো-কেসে সাজানো আছে নানা দেশ থেকে আনা দুর্লভ কিউরিও। শো-কেসের উপরে একটা গোখরো সাপ ফনা তুলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে সাপটার গায়ে হাত ছোঁয়ালো।

হাসিবৌদি ডুকরে কেঁদে উঠলো, "মিসেস পানিক্করের ড্রয়িংরুমে একটা স্টাফ্ড্ কোবরা দেখে এসে অবধি আমারও ওমনি একটা সাপের শখ। অনেক চেষ্টা করেও ঠিক ও জিনিস পাওয়া গেল না। তাই এবার কোলকাতা থেকে ব্রোঞ্জের এই সাপটা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি এমন সর্বনাশ হতে পারে কোনদিন ----।"